দৈনিক ইনকিলাব

50

12 AUG 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অডিটর নিয়োগে চরম অনিয়মের অভিযোগ

॥ আবদুল হাই সিদ্দিকী ॥

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গত অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষণের জন্য যেসব অডিটর নিয়োগ করা হয়েছে তার অধিকাংশই ভুয়া। নিয়োগবিধি লঙ্ঘন করে অডিটর নিয়োগ দেয়ার অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়োগাদেশ একবার স্থগিত রাখলেও পরবর্তীতে বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে এই অবৈধ নিয়োগ পুনরায় কার্যকরী করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণায়ের পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ পরিদপ্তর ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের হিসাব নিরীক্ষণের জন্য ১শ' ৯৫জন সি এ ইন্টারমিডিয়েট পাস এবং ৭৫টি সি এ ফার্ম নিয়োগ করে। উল্লেখ্য, অডিটর নিয়োগের জন্য পাঁচ

২-এর পৃঃ দেখুন

অডিটর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হলেও কমিটির ২ জন সদস্য নিজেদের খেয়াল-খুশীমত এই কাজ সম্পন্ন করেন। তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও ঘাপলার অভিযোগ পাওয়া যায়। ১শ' ৯৫ জন সি এ ইন্টারমিডিয়েটের মধ্যে ১শ' ৫ জনকে নিয়োগের প্রাথমিক শর্ত লঙ্ঘন করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। নিয়োগের শর্তানুযায়ী সি এ ইন্টারমিডিয়েট পাস ব্যক্তিবর্গ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারবেন না এবং তারা ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অডিট কাজ সম্পন্ন করার কথা হলেও বাস্তবে এমন ৩৮ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যারা অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। এছাড়া প্যানেলভুক্ত নন এমন ৪ ব্যক্তিকে অডিটর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৫১ জনের সি এ ইন্টারমিডিয়েট মূল সার্টিফিকেট যাচাই করা হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত আছেন এমন এক ব্যক্তিকেও কর্তৃপক্ষ চাকরি দিয়েছেন। নিয়োগ অনুমোদন তালিকায় নাম নেই এমন ২ ব্যক্তির নামেও নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়েছে। এমনকি নিজেরা আবেদন করেননি এমন ব্যক্তিদের নাম ব্যবহার করেও ৯টি নিয়োগ দেখানো হয়েছে— যা একটি সংঘবদ্ধ দলের কাছে বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ ভুয়া অভিযোগে মাত্র ৪ জনের নিয়োগ বাতিল করেছেন।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অডিটর নিয়োগে এহেন দুর্নীতি দেখে পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ পরিদপ্তর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে একবার অবহিত করা হয়েছিল। এতে বলা হয় যে, মাত্র ৮ জন ব্যক্তি বেশ কয়েক বছর ধরে এই অবৈধ নিয়োগপত্র সংগ্রহ করে অডিটের নামে দুর্নীতি চালিয়ে আসছে। অভিযোগপত্রে এই অবৈধ নিয়োগের জন্য পরিদপ্তরের একজন প্রাক্তন পরিচালক এবং প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দায়ী করা হয়। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের চিন্তা-ভাবনা হলেও পরবর্তীতে অদৃশ্য হাতের ইশারায় তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। তবে এই বছর মার্চের ৪ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব স্বাক্ষরিত এক সার্কুলারে অডিটর নিয়োগ স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু ভুয়া নিয়োগের কোন বিহিত না করে পরবর্তীতে একই মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব এক নোটে শিক্ষা মন্ত্রীর নির্দেশের কথা উল্লেখ করে এই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেন এবং নিয়োগকে যথাশীঘ্র কার্যকরী করার আদেশ দেন। ফলে পূর্বোল্লিখিত সংঘবদ্ধ দলটি ভুয়া অডিটরদের মাধ্যমে শুধু তাদের হীনস্বার্থই চরিতার্থ করবেন। সত্যিকারের অডিট সম্ভব হবে না বলে অভিজ্ঞমহল তাদের মত ব্যক্ত করেছেন।